দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ ... OCT 31 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

টাঙ্গাইল ঃ এই সেই ছাত্র-শিক্ষকশূন্য মধুপুরের গাছাবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা, যার নির্মাণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ব্যয় করেছে ৮ লাখ টাকা —সংবাদ

যার অস্তিত্ব নেই, তার পেছনে ৮ লাখ টাকা ব্যয়!

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ মধুপুর থানায় ছাত্রশিক্ষকবিহীন গাছাবাড়ি দাখিল মাদ্রাসার জন্য ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি একতলা পাকা ভবন নির্মাণ করে তাদের কর্মকাণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অবশ্য আশপাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরটির তৎপরতা নেই।

মধুপুর থানার পাহাড়ি এলাকা অরণখোলা ইউনিয়নের গাছাবাড়ির অধিবাসীরা জানান, ৬/৭ বছর আগে কতিপয় ব্যক্তি গাছাবাড়িতে 'গাছাবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা' নামে একটি সাইন বোর্ড টাঙান। তারা ২০×১০ হাত মাপের একটি ঘর তৈরি করেন। এই ঘরের উপরে টিনের চাল লাগানো হলেও বেড়া ছিল না। প্রথম দু বছর এই মাদ্রাসায় ২/৪ জন ছাত্র এবং সমসংখ্যক শিক্ষক মাঝে মধ্যে আসতেন। ছাত্র না হওয়ায় শেষে শিক্ষকরা আসা বন্ধ করে দেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি ছাত্র-শিক্ষক শূন্য হয়ে যায়। গত '৯৪-৯৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ এ মাদ্রাসার চিহ্নিত জায়গায় পাকা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে। '৯৬ সালে এ নির্মাণকাজ শেষ হয়।

এদিকে মাদ্রাসার জন্য সুন্দর পাকা ভবন নির্মাণের পর দীর্ঘ ৩ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই ৩ বছরের মাদ্রাসায় কোন শিক্ষক বা ছাত্রের টিকিটিরও দেখা মেলেনি। দিনরাত ২৪ ঘন্টাই মাদ্রাসা ভবনটি তালা বন্ধ থাকে। ভবন নির্মাণের পর এলাকারই একজন মৌলবীর কাছে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ভবনের চাবি দিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে এ মৌলবী সাহেব এসে ঘর খোলেন। ছাত্র-শিক্ষক না থাকায় মাদ্রাসার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বড় বড় ঘাস মাথা তুলেছে। মাঠটি বর্তমানে আদর্শ গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসী জানান, যে মাদ্রাসায় ছাত্র নেই, শিক্ষক নেই- যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ সেখানে কেন ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ করলো সেটা বোধগম্য নয়। কিন্তু তারা পার্শ্ববর্তী ভূটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩ শতাধিক এবং পীরগাছা সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় যার ছাত্রসংখ্যা ৫ শতাধিক এ দুটো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে এগিয়ে আসেনি।